"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV মঙ্গলবার , ২৪ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:০১,সংখ্যা :২২ | noakhalikhabarexpress.com



চাটখিলে শত বছরের পুরোনো রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ, চলাচল বন্ধের আশঙ্কা

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার বদলকোট ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামে শত বছরের বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত একটি চলাচলের রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। একই বাড়ির একটি পরিবারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, নির্মাণকাজ বন্ধ না হলে কয়েকটি পরিবারের চলাচলের একমাত্র পথটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

শনিবার (২১ নভেম্বর) প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, উপজেলার বদলকোট ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামের জালাল উদ্দিন মুন্সিবাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একই বাড়ির লাল মিয়ার ছেলে মো. রাসেল ওরফে টিপু দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত চলাচলের রাস্তার জায়গা দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করছেন।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর দাবি, রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ ও শিক্ষার্থীরা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করে আসছেন। এ পথে চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হবে। বিশেষ করে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া, জরুরি প্রয়োজনে যানবাহন চলাচল এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়বে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলো চাটখিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তাঁরা রাস্তাটির প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে জনসাধারণের চলাচল স্বাভাবিক রাখার দাবি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি ব্যবহারের বিষয়টি স্বীকার করলেও সংশ্লিষ্ট জায়গাটি নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দাবি করেছেন। ফলে রাস্তার মালিকানা ও ব্যবহার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছে।

এদিকে অভিযোগের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে গেলে কয়েকজন বহিরাগত সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, রাস্তা দখলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তাঁরা সংবাদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

চাটখিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শত বছরের পুরোনো রাস্তাটির ব্যবহার ও মালিকানা যাচাই করে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এমন কোনো নির্মাণকাজ যেন না হয়, যাতে সাধারণ মানুষের চলাচল স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। জনস্বার্থ বিবেচনায় দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।



মাইজদীতে ছাত্রশিবিরের সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তিতে যাত্রীরা

নোয়াখালী জেলা সদরের মাইজদীতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছয় নেতা-কর্মীর জামিন নামঞ্জুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা। সোমবার (২৩ নভেম্বর) দুপুর ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত দুই দফায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে মাইজদী-সোনাপুর সড়কের দুই পাশে যানবাহন আটকে পড়ে এবং সাধারণ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা যায়, বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নের তাহেরপুর গ্রামে গত ২৭ এপ্রিল রাতে হামলার ঘটনায় যুবদল কর্মী শাকিল মাহমুদ গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের স্থানীয় নেতা-কর্মীসহ ৩৬ জনকে আসামি করা হয়।

সোমবার দুপুরে মামলার আসামিরা নোয়াখালীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। শুনানি শেষে আদালত জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের ছয় নেতা-কর্মীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। অন্য আসামিদের জামিন মঞ্জুর করা হয়।

জামিন নামঞ্জুরের প্রতিবাদে দুপুর ২টার দিকে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা জেলা শহর মাইজদীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি জেলা জামে মসজিদ মোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে টাউন হল মোড়ে সড়কের এক পাশ বন্ধ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তাঁরা।

এরপর আদালত চত্বরে গিয়ে আবার সংগঠিত হয়ে দ্বিতীয় দফায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন নেতা-কর্মীরা। একপর্যায়ে জিলা স্কুলের সামনে মাইজদী-সোনাপুর সড়ক অবরোধ করা হয়। এ সময় সড়কের দুই পাশে যানবাহন আটকে পড়ে। জরুরি কাজে বের হওয়া মানুষ ও গণপরিবহনের যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

সমাবেশে ছাত্রশিবিরের শহর শাখার সভাপতি আবদুল্লাহ আল মাহবুবসহ সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন। তাঁরা বেগমগঞ্জের ছয়ানীতে সংঘটিত হামলার ঘটনাকে বিএনপির অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফল বলে দাবি করেন। তবে এটি তাঁদের বক্তব্য ও অভিযোগ; মামলার বিচারিক প্রক্রিয়ায় অভিযোগের সত্যতা নির্ধারিত হবে।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। এতে মাইজদী-সোনাপুর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।



সোনাইমুড়ীতে দিনদুপুরে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে ৩০ লাখ টাকার মালামাল লুট

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া মধ্যবাজারে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে মারধর করে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মার্কিন ডলারসহ প্রায় ৩০ লাখ টাকার মালামাল লুটের অভিযোগ উঠেছে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। সোমবার (২৩ নভেম্বর) এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দিনের বেলায় দুর্বৃত্তরা আমিশাপাড়া মধ্যবাজারের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। এ সময় তারা ব্যবসায়ীকে মারধর করে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে প্রতিষ্ঠানে থাকা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও ডলারসহ মূল্যবান মালামাল নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আমিশাপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি ফিরোজ আলম ভুট্টো বলেন, দিনের বেলায় একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে এভাবে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারলে তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের পাশাপাশি জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এ বিষয়ে সোনাইমুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টহল দল পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজারে নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার না থাকায় অপরাধীরা এমন ঘটনা ঘটানোর সুযোগ পাচ্ছে। তাঁদের দাবি, আমিশাপাড়া বাজারসহ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।



শিক্ষক সংকটে বিপর্যস্ত হাতিয়া সরকারি কলেজ, ৪৯ পদের বিপরীতে কর্মরত ১৭

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাতিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান। দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আইসিটি শিক্ষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকায় প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রমেও দেখা দিয়েছে স্থবিরতা।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, ৪৯টি গেজেটভুক্ত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ১৭ জন শিক্ষক। এর মধ্যে ২৪টি প্রভাষক পদের বিপরীতে রয়েছেন ১৬ জন এবং ১৫টি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র দুজন। ফলে নিয়মিত পাঠদান ও নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করতে শিক্ষকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট। পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষককে পাঠদানের পাশাপাশি পরীক্ষা-সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো যথাযথভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়ায় পরীক্ষার আগে বাড়তি চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত পাঠদান না পেয়ে ব্যক্তিগত কোচিং ও প্রাইভেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।

কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক ও ভারপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক কামরুল হাসান রানা জানান, কোনো কোনো শ্রেণিতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি থাকলেও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয় মাত্র ৩০ থেকে ৪০ জন। শিক্ষক সংকট ও নিয়মিত পাঠদানের অভাব শিক্ষার পরিবেশে প্রভাব ফেলছে।

১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি হাতিয়ার সাধারণ ও নিম্নআয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার অন্যতম ভরসা। তাই শিক্ষক সংকট নিরসন, শূন্য পদে নিয়োগ এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের মাধ্যমে কলেজটির প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় সচেতন মহল।



লক্ষ্মীপুরে টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজি নিয়ে শঙ্কা, বিপাকে কৃষক ও সাধারণ মানুষ

ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে লক্ষ্মীপুরের উপকূলীয় এলাকায় টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকার ফসলি জমিতে পানি জমে যাওয়ায় ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজে বিঘ্ন ঘটছে। একই সঙ্গে শীতকালীন সবজির ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। বৃষ্টির কারণে নিম্নআয়ের মানুষ, শিক্ষার্থী ও পৌর এলাকার বাসিন্দারাও পড়েছেন ভোগান্তিতে।

স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় আমন ধান পাকতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজও শুরু হয়েছে। এমন সময়ে টানা বৃষ্টিতে জমিতে পানি জমে যাওয়ায় পাকা ধান সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে জমিতে থাকা ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কাটা ধান শুকানো ও মাড়াই নিয়েও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিশেষ করে মেঘনা নদীর চরাঞ্চলের কৃষকেরা আবহাওয়া নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। এসব এলাকায় অনেক কৃষক আমন ধানের ওপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি আরও কয়েক দিন চললে ধান কাটার সময় পিছিয়ে যেতে পারে। এতে উৎপাদন ও কৃষকের আয়—দুই ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিছু জমিতে জমে থাকা পানি সেচপাম্পের সাহায্যে সরানোর চেষ্টা করছেন কৃষকেরা।

আমন ধানের পাশাপাশি শীতকালীন সবজি নিয়েও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, লক্ষ্মীপুরে প্রায় সাড়ে চার হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন সবজির আবাদ হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে এসব জমিতে পানি জমে থাকলে সবজির গাছ ও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ ওঠানো নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. জহির উদ্দিন জানান, জেলায় আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পুরোদমে ধান কাটা ও মাড়াই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে এ কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ক্ষতি হতে পারে। তবে বৃষ্টি থেমে গেলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে বৃষ্টির কারণে নিম্নআয়ের মানুষও পড়েছেন বিপাকে। দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার কারণে অনেক স্থানে চলাচল কঠিন হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্মীপুর পৌর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে যায়। পানি নিষ্কাশনের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এ বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার আবেদন জানিয়েও প্রত্যাশিত সমাধান পাননি বলে অভিযোগ তাঁদের।

কৃষকদের আশঙ্কা, বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলে একদিকে আমন ধান সংগ্রহে দেরি হবে, অন্যদিকে শীতকালীন সবজির উৎপাদনেও প্রভাব পড়বে। তাই জমিতে জমে থাকা পানি দ্রুত নিষ্কাশন, কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং ক্ষতিগ্রস্ত মৌসুমের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV মঙ্গলবার , ২৪ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



লক্ষ্মীপুরে ৭১০ কোটি টাকার সুপারির বাজার, বদলাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি

লক্ষ্মীপুরে চলতি মৌসুমে প্রায় ৭১০ কোটি টাকার সুপারি বেচাকেনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জেলার বিভিন্ন হাটবাজারে এখন সুপারি কেনাবেচায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক, পাইকারি ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা। উৎপাদন ভালো হওয়া এবং গত বছরের তুলনায় দাম বেশি পাওয়ায় সুপারি চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে। সুপারিকে ঘিরে জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতেও তৈরি হয়েছে নতুন গতি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, লক্ষ্মীপুরে বর্তমানে প্রায় ৭ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে সুপারির বাগান রয়েছে। চলতি মৌসুমে জেলায় প্রায় ৪২ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন সুপারি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রায়পুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি সুপারি উৎপাদিত হয়। এরপর রয়েছে লক্ষ্মীপুর সদর ও চন্দ্রগঞ্জ এলাকা।

জেলার উত্তর তেমুহনীসহ বিভিন্ন বাজারে এখন সুপারির জমজমাট বেচাকেনা চলছে। উত্তর তেমুহনী বাজারে সপ্তাহে দুই দিন সুপারি কেনাবেচা হয়। বাজারের ব্যবসায়ীদের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় এক থেকে দেড় কোটি টাকার সুপারি লেনদেন হয়। চলতি মৌসুমে বাজারে প্রতি পণ (৮০টি) পাকা সুপারি ১৫০ থেকে ১৭০ টাকায় এবং প্রতি কাউন (১ হাজার ২৮০টি) ২ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুরের উৎপাদিত সুপারি শুধু স্থানীয় বাজারেই সীমাবদ্ধ নেই। জেলার বাইরের পাইকারি ব্যবসায়ীরাও সরাসরি এসে সুপারি কিনছেন। চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সুপারি সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে মৌসুমে পরিবহন, পাইকারি বিক্রি ও সংরক্ষণকেন্দ্রিক ব্যবসার পরিধিও বাড়ছে।

সুপারি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ পদ্ধতি। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, উৎপাদিত সুপারির প্রায় ৬০ শতাংশ পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। নদী-নালা, খাল, পুকুর কিংবা পানিভর্তি পাকা চৌবাচ্চায় সুপারি সংরক্ষণ করেন ব্যবসায়ীরা। বাকি অংশ কাঁচা অবস্থায় অথবা রোদে শুকিয়ে বাজারজাত করা হয়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সুপারি সংগ্রহের পর অনেক ব্যবসায়ী তা কিনে সংরক্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে বাজারে সরবরাহ ও দামের পরিবর্তন ঘটে।

সুপারি চাষের পাশাপাশি এ মৌসুমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বহু মানুষের। গাছ থেকে সুপারি পাড়া, বাছাই, পরিবহন, ভেজানো ও শুকানোর কাজে যুক্ত রয়েছেন শ্রমিকেরা। প্রথম আলোর প্রতিবেদনে রায়পুরের এক শ্রমিকের দৈনিক আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা আয়ের তথ্য উঠে এসেছে। তবে এ আয় নির্ভর করে প্রতিদিন কতগুলো গাছে সুপারি পাড়ার কাজ পাওয়া যাচ্ছে তার ওপর।

কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তাদের মতে, লক্ষ্মীপুরের মাটি ও আবহাওয়া সুপারি চাষের জন্য বেশ উপযোগী। একটি সুপারিগাছ থেকে উপযুক্ত পরিবেশে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ফলন পাওয়া যায়। ফলে একবার বাগান তৈরি করতে পারলে দীর্ঘদিন ধরে আয় করার সুযোগ থাকে। এ কারণে অনেক কৃষক নতুন করে সুপারির বাগান করতে আগ্রহী হচ্ছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জহির আহমেদ জানান, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস সুপারি সংগ্রহের প্রধান সময়। এ সময় উৎপাদন ও বাজারজাতকরণকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীপুরের গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আসে। সুপারির বাজার ভালো থাকলে কৃষকের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষও উপকৃত হন।

সংশ্লিষ্টদের মতে, সুপারি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে এ খাত থেকে কৃষকের আয় আরও বাড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা গেলে লক্ষ্মীপুরের সুপারি চাষ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও বড় ভূমিকা রাখতে পারে।



ফেনীতে ডেঙ্গু আক্রান্ত ১ হাজার ৮৩০, ৭৫ শতাংশ সদর উপজেলায়

ফেনীতে ডেঙ্গুর সংক্রমণ কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং নভেম্বর মাসেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। চলতি বছরের ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৮৩০ জন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশই ফেনী সদর উপজেলার বাসিন্দা।

সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ৪১ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে ১৪২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। আক্রান্তদের মধ্যে সোনাগাজীতে ১৯, ফেনী সদরে ১৭, দাগনভূঞায় ৩ এবং ছাগলনাইয়ায় ২ জন রয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি নভেম্বরের প্রথম ২৩ দিনেও ৪৮৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। শুধু অক্টোবর মাসেই আক্রান্ত হয়েছিলেন ৬০৪ জন।

জেলায় এ পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত ১ হাজার ১৩৯ জন ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ১০৭ জন চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩২ জন। এ বছর জেলায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ফেনীর সিভিল সার্জন ডা. মো. আরিফুজ্জামান এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। কোথাও পানি জমে থাকতে না দেওয়া এবং জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পরামর্শ



চৌদ্দগ্রামে পিকআপের ধাক্কায় সিএনজির দুই যাত্রী নিহত, আহত ৩

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পিকআপের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

সোমবার (২৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার আমজাদের বাজারের কালিশ্বর রাস্তার মাথায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চৌদ্দগ্রামের কালিকাপুর এলাকার শফিক মিয়ার ছেলে সিএনজিচালক আব্দুল মতিন (৩৫) এবং হিঙ্গলা এলাকার আহসানুল্লাহর ছেলে যাত্রী মোহাম্মদ আরিফ (৩০)।

মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নিরঞ্জন কুমার জানান, নম্বরবিহীন একটি পিকআপ পেছন থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে চালকসহ পাঁচজন আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

আহতদের মধ্যে মোহাম্মদ ইয়াকুবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অপর দুই যাত্রী রাসেল (৪) ও সুফিয়া বেগম (৫০) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।



মাঝসমুদ্রে দালালচক্রের কবল থেকে বিদ্রোহ করে ফিরলেন ২৮ জিম্মি

মালয়েশিয়ায় পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে গভীর সমুদ্রে নিয়ে জিম্মি করে রাখা ২৮ জন ব্যক্তি দালালচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ট্রলারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কক্সবাজার উপকূলে ফিরে এসেছেন। তাঁদের অভিযোগ, মুক্তিপণ আদায়ের জন্য নির্যাতন করা হচ্ছিল এবং কয়েকজনকে সাগরে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্টসংলগ্ন শৈবাল পয়েন্টে ট্রলারটি পৌঁছায়। পরে স্থানীয় লোকজন, বিচকর্মী, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ২৪ জন পুরুষ, দুজন নারী ও দুজন শিশু রয়েছেন। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়ায় পাঠানোর কথা বলে বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁদের টেকনাফে নেওয়া হয়। পরে আটকে রেখে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং গভীর সমুদ্রে ট্রলারে তুলে প্রত্যেকের পরিবারের কাছে বিপুল অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ট্রলারে মোট ৭২ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজনকে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নির্যাতনের প্রতিবাদে একপর্যায়ে তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দালালচক্রের সদস্যদের প্রতিরোধ করেন। পরে ট্রলারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেরাই উপকূলে ফিরে আসেন।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মানবপাচার প্রতিরোধে সীমান্ত ও উপকূলীয় এলাকায় নজরদারি বাড়ানো এবং দালালচক্রের সদস্যদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।



দাগনভূঞায় কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পেল ৯১ শিক্ষার্থী

ফেনীর দাগনভূঞায় উপজেলা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় ৯১ শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে। শনিবার (২১ নভেম্বর) দাগনভূঞা উপজেলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

এবার উপজেলার ৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে পাঁচজন করে মোট ২৫ জন ব্রিলিয়ান্ট এবং পাঁচজন করে ২৫ জন ট্যালেন্টপুল গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। এ ছাড়া ৪১ জন শিক্ষার্থী সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি অর্জন করেছে।

ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মাছরাঙা টেলিভিশনের ফেনী জেলা প্রতিনিধি জমির উদ্দিন বেগ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও তরুণ সংঘ শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক মো. ইউছুফ মিয়াজী।

আয়োজকেরা জানান, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী বছর আরও বড় পরিসরে বৃত্তি পরীক্ষা আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে।



তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২০ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা

দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বেড়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। মাত্র তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ২০ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা।

সোমবার (২৩ নভেম্বর) প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের বরাত দিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য ডেইলি স্টার।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকায়।

এ সময়ে ব্যাংক খাতের মোট বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ লাখ ৫৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ফলে মোট ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের হার বেড়ে হয়েছে ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ। জুন শেষে এ হার ছিল ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানিয়েছেন, ভালো উদ্যোক্তাদের ঋণ পুনঃতফসিলসহ নীতিগত সহায়তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সময় লাগছে। ডিসেম্বরের পর খেলাপি ঋণ কমতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার ব্যাংকিং খাতের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ঋণ আদায়, সুশাসন নিশ্চিত এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।



২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়াল ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

২০২৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের সময়সীমা বাড়িয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

বোর্ডের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিলম্ব ফি ছাড়া ফরম পূরণের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরও শিক্ষার্থীদের জন্য বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে যেসব শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম পূরণ করতে পারেনি, তারা নতুন সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি ও বোর্ডের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম পূরণের কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।